# নীতিবিদ্যায় কান্টের দার্শনিক ব্যাখ্যা

Smita Roy
Research Scholar,
Philosophy,
WBSU, Kolkata, West Bengal, India

**সারসংক্ষেপ (Abstract)**
এই প্রবন্ধে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের নৈতিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য নীতিবিদ্যায় কান্টের নৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা অপরিসীম। কান্টের মতে, মানুষ যখন বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বুদ্ধির নিজস্ব অনুশাসন মেনে কাজ করে তখন সেই কাজকে নৈতিক বলে গণ্য করা হয়। তাঁর মতে, নৈতিকতার মৌলিক সূত্র একমাত্র বুদ্ধিতে নিহিত আছে। তিনি বলেন যে, কর্মের নৈতিক বিচারের জন্য কর্তার অভিপ্রায় লক্ষ্য করতে হবে। যেখানে শুধু নৈতিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমরা তা পালন করি, সেখানেই আমাদের কাজ নৈতিক বলে গণ্য হবে।

**সূচক শব্দ (Key words)**

Immanuel Kant, John Stuart Mackenzie, শর্তাধীন আদেশ, বাস্তব আদেশ, শর্তহীন আদেশ, সদিচ্ছা, কর্তব্যের জন্য কর্তব্য।

**মূল আলোচনা (Discussion)**

ইমানুয়েল কান্টের (German Philosopher, 1724-1804) নীতি সম্বন্ধীয় আলোচনা দর্শনের ইতিহাসে বিশেষ মাত্রায় প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। আমরা জানি কান্টের নৈতিক মতবাদ কে বিচারবাদ বা কৃচ্ছতাবাদ (rationalism or asceticism) নামে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। কান্ট মানুষের মধ্যে দুটি বৃত্তির কথা উল্লেখ করেছেন। একটিকে তিনি বলেছেন ইন্দ্রিয় বৃত্তি (sensibility) এবং আরেকটিকে তিনি বলেছেন বুদ্ধিবৃত্তি (understanding)। ইন্দ্রিয় পরায়ন জীব হিসেবে মানুষ হলো পশুর সমান এবং একান্ত রূপে সে সুখের সূত্র দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে বুদ্ধি যুক্ত জীব হিসেবে মানুষ তার ইন্দ্রিয় বৃত্তিকে অতিক্রম করে এবং বুদ্ধির সূত্র দ্বারা সে পরিচালিত হয়। কান্ট তাঁর 'Groundwork of the Metaphysic of Morals' নামক গ্রন্থে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির দুটি দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমত তিনি বলেছেন তাত্ত্বিক বা বিশুদ্ধ বুদ্ধির (theoretical or pure reason) কথা এবং দ্বিতীয়ত তিনি বলেছেন ব্যবহারিক বুদ্ধি বা Practical Reason -এর কথা। এই তাত্ত্বিক বা বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান বিদ্যা ও অধিবিদ্যার চর্চা হয়ে থাকে এবং ব্যবহারিক বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে নৈতিক নিয়ম বা Moral Principle। কান্টের যে নৈতিক মতবাদ তা তিনটি বিবৃতির উপর নির্ভরশীল। যথাঃ-
ক) সদিচ্ছাই একমাত্র সৎ বা Goodwill alone is good.
খ) কর্তব্যই কর্তব্য সাধনের লক্ষ্য বা 'Duty for the sake of duty'.
গ) নৈতিক নিয়ম এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ। Moral law is a categorical imperative.
উপরিউক্ত এই তিনটি বিবৃতির ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে আমরা কান্টের নৈতিক বক্তব্য বা Moral Theory কে বোঝাবার চেষ্টা করব।

ক) সদিচ্ছাই একমাত্র সৎ অর্থাৎ Goodwill alone is good. Goodwill শব্দটি কান্টের দর্শনে একটি কেন্দ্রগত ধারণা। কান্টের নীতিদর্শনের এই প্রথম সূত্রটা আপাতবিরোধী উক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। কান্ট বলছেন যে এই জগতে এমনকি জগতের বাইরেও সদিচ্ছা ছাড়া নিঃশর্ত ভালো বলে আর কিছু নেই। কান্ট এই বিষয়টিকে দুটো দিক থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রথমত সদিচ্ছা ভিন্ন আর সবকিছু শর্তাধীন ভাবে ভালো যেমন স্বাস্থ্য, সম্পদ, বুদ্ধি, চাতুর্য, জ্ঞান এগুলি সবই নিঃসন্দেহে ভালো কিন্তু এগুলি তখনই ভালো যদি এবং কেবল যদি সেগুলির সঙ্গে শুভেচ্ছা যুক্ত থাকে। সদিচ্ছার সাথে যুক্ত না হয়ে যদি স্বাস্থ্য, সম্পদ, জ্ঞান প্রভৃতি অসদিচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয় তাহলে তারা প্রত্যেকে মন্দ হতে পারে। এমনকি জগতের কল্যাণের পরিবর্তে সমূহ অকল্যাণের কারণ হতে পারে ।
দ্বিতীয়ত কান্ট যেটা ব্যাখ্যা করেছেন সেটা হচ্ছে সদিচ্ছা স্বতঃই মূল্যবান। অর্থাৎ নিজে নিজেই ভালো। সদিচ্ছার সঙ্গে যদি অন্য কোন কিছু যুক্ত নাও থাকে, সদিচ্ছার সঙ্গে যদি প্রত্যাশিত ফলের যোগসাধন নাও হয় তাহলে ওই সদিচ্ছা, সদিচ্ছা রূপেই থাকে। কান্ট বলেছেন, যদি শত চেষ্টাতেও সদিচ্ছা তার আশানুরূপ ফল লাভ থেকে বঞ্চিত হয় তাহলেও ওই সদিচ্ছা উজ্জ্বল রত্নের মতো স্বতঃ মূল্যবান বস্তু হিসেবে নিজ প্রভায় আলোকিত থাকবে। এর থেকে একথা স্পষ্ট যে, কান্ট ফলমূখী নৈতিকতা বা Teleological Morality কে সম্পূর্ণ বর্জন করে কর্তব্য মুখী নৈতিকতা বা Deontological Morality কে সমর্থন করেছেন ।

স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ভালত্ব বা মন্দত্ব কর্মফলের উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে কর্তার সদিচ্ছার ওপর। কান্ট কর্মফলকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল কর্মনীতিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কান্ট ইচ্ছার স্বাধীনতা এবং ইচ্ছার পরাধীনতার মধ্যে পার্থক্য করেছেন। মানুষের কর্ম যখন কেবল সদিচ্ছায় প্রণোদিত হয় তখন তার ইচ্ছাকে আমরা বলি স্বাধীনতা। কেননা তার ওই ইচ্ছা অন্তর্নিহিত, কোন বাহ্য আরোপিত নয়। অন্যদিকে কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনে ইচ্ছুক মানুষ যখন কোন কর্ম করে তখন তার ইচ্ছা হচ্ছে পরাধীন। কেননা তখন সে বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা চালিত না হয়ে বাইরের কোন লক্ষ্যের আকর্ষণে চালিত হয়ে থাকে।

কান্টের মতে, সেই ইচ্ছা বা সংকল্পকেই আমরা সৎ বলে চিহ্নিত করতে পারি যা কর্তব্যের অভিমুখী হয়ে থাকে। সুতরাং কান্টের মতে ভালোত্ব বা শুভত্ব ইচ্ছার একটি ধর্ম যা কর্তব্যের প্রতি আগ্রহ বা শ্রদ্ধাবশতঃ কর্তব্য পালন করে থাকে। যে ইচ্ছা কর্তব্য বিরোধী কান্ট তাকে সদিচ্ছা বলে স্বীকার করেননি। অর্থাৎ কান্ট এই কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, সৎ সংকল্প আমাদের সেই সকল আচরণ করার প্রবণতাকে বোঝায় যার পিছনে যথোচিত অভিপ্রায় কাজ করে, যা সঠিক কর্মনীতির দ্বারা পরিচালিত, যেখানে আমরা ব্যক্তিগত কামনা বা স্বার্থসিদ্ধি সম্পর্কে উদাসীন থাকি এবং কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ কর্তব্য পালন করি ।

খ) এখানে যে সূত্রটির কথা কান্ট উল্লেখ করেছেন সেটি হল 'Duty for the duty sake' অর্থাৎ কর্তব্যই কর্তব্য সাধনের লক্ষ্য। কান্ট বলেছেন যে সদিচ্ছাকে কর্ম নীতি হিসেবে গ্রহণ করলে কর্তব্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় বলে কান্ট সুখবাদী ফলমূখী নৈতিকতাকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন এবং কর্তব্যের নৈতিকতাকে গ্রহণ করেছেন। কান্টের মতে সদিচ্ছায় প্রণোদিত হয়ে বিবেকের নির্দেশে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করাই হচ্ছে নৈতিক কর্ম। ইন্দ্রিয়ানুভূতি, কামনা-বাসনা প্রভৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য কর্ম কোন সার্বিক নিয়ম অনুসরণ করে না। কেননা, আবেগ, অনুভূতি প্রভৃতি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু নৈতিক নিয়মকে সার্বিক হতে হবে। কান্টের নীতিতত্ত্ব অনুসারে স্নেহ, প্রেম, দয়া, দাক্ষিণ্য ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে অনুষ্ঠিত কর্মই যে নৈতিক কর্ম তা কিন্তু নয়। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এইসব দৃষ্টিকোণ থেকে এই কাজগুলিকে ভালো বলা গেলেও তাদের নৈতিক দিক থেকে ভালো বলা যাবে না। সমস্ত রকমের আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদিকে সংযত রেখে কেবল বিবেকের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্যের জন্য কর্তব্য সাধনই হচ্ছে কান্টের মতে নৈতিক কর্ম।

কান্টের মতে আমাদের কর্ম যদি কর্তব্যের বিধির প্রতি আনুগত্য বশতঃ পালিত না হয় তাহলে কর্তব্যের সঙ্গে বাহ্য সঙ্গতি থাকা সত্বেও সেই কর্মকে নৈতিক কর্ম বলা যাবে না। কর্তব্যের বিশুদ্ধতা বজায় রাখার জন্য সেটিকে সকল রকমের প্রবণতা, অনুভূতি ও আবেগ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা উচিত। সদিচ্ছার পূর্বতঃসিদ্ধ আকার নিষ্ঠ নীতির ভিত্তিতে যখন কোন কাজ করা হয়, তখন কাজটি কেবল কর্তব্য বোধেই করা হয় এবং সেটি নৈতিক দিক থেকে মূল্যবান হয়ে ওঠে ।

গ) যে সূত্রটির কথা কান্ট এখানে বলেছেন তা হলো নৈতিক নিয়ম এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ। কান্ট নৈতিক নিয়মকে নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বলেছেন, যা আমাদের ব্যবহারিক বিচার বুদ্ধি বা Practical Reason থেকে অর্থাৎ বিবেক থেকে নির্গত হয়। আমাদের অন্তর থেকে নির্গত হয় বলে নিয়মটিকে আমরা সরাসরি জানতে পারি। অর্থাৎ নিয়মটি আমার সাক্ষাৎ প্রতীতি লব্ধ বা Intuitive। ব্যবহারিক প্রজ্ঞালব্ধ হওয়ায় নিয়মটি হচ্ছে পূর্বতঃসিদ্ধ

বা Apriori, তা কিন্তু পরতসাধ্যঃ নয়। মানুষের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা থেকে নির্গত হয় বলেই নৈতিক নিয়ম প্রত্যেক মানুষের কাছে এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বা আদেশ রূপে দেখা দেয়। ব্যতিক্রমহীন প্রাকৃতিক নিয়ম ছাড়া অন্যান্য সব নিয়মের ক্ষেত্রে এক প্রকার আদেশ বা অনুজ্ঞা প্রকাশ পায়। রাষ্ট্র বা সরকারের নিয়ম জাতির কাছে আদেশসূচক যা অমান্য করলে অমান্যকারীকে শাস্তি পেতে হয়। নৈতিক নিয়মের মাধ্যমে এই জাতীয় আদেশ প্রকাশ পেয়ে থাকে। অনুজ্ঞা বা আদেশ শব্দটির মধ্যে দুটি বিষয়ে স্বীকৃতি আছে। প্রথম হচ্ছে যে আদেশ দেয় এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যে ওই আদেশ মান্য করে অথবা অমান্য করে। কান্টের মতে নৈতিক নিয়ম স্বতঃ আরোপিত হওয়ার কারণে ওই নৈতিক নিয়ম পালনে আমরা বাধ্য থাকি। এই জন্য কান্ট নৈতিক নিয়মকে নিঃশর্ত আদেশ বলেছেন। এখানে প্রশ্ন হল যে নিঃশর্ত নিয়মটি পালন করতে যদি আমরা সক্ষম না হই ? কান্ট এর উত্তরে বলছেন, তোমার অবশ্য পালনীয় অর্থাৎ পালন করা উচিত এ কথার অর্থ হল তুমি পালন করতে সক্ষম। নৈতিক নিয়মের স্বরূপ ব্যাখ্যার কান্ট তিন প্রকার অনুজ্ঞা বা আদেশের মধ্যে পার্থক্য করেছেন যথাক্রমে ১) শর্তাধীন আদেশ, ২) বাস্তব আদেশ, ৩) শর্তহীন আদেশ।

শর্তাধীন আদেশ এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষকে বিশেষ কোনো ফল লাভের জন্য বাধ্য করে, কিন্তু সকলকে নয়। রাষ্ট্রের নিয়ম এই প্রকার শর্তাধীন আদেশের অন্তর্গত। এখানে নিয়মটি 'যদি- তাহলে' শর্তের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- 'তুমি যদি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে চাও তাহলে তোমার ভালোভাবে পড়াশোনা করা উচিত' - এই বাক্যটি শর্তাধীন অনুজ্ঞার দৃষ্টান্ত। এখানে নিঃশর্তভাবে পড়াশোনা করার আদেশ দেওয়া হয়নি। পড়াশোনা করা উচিৎ একটি শর্তে, তা হলো 'তুমি যদি পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে চাও'। যে ব্যক্তি পরীক্ষায় কৃতকার্যতার প্রত্যাশী নয় তার কাছে এই অনুভব মূল্যহীন উদ্দেশ্য বা শর্তাধীন অনুজ্ঞা।

বাস্তব আদেশ সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও তা সর্বজনকাম্য ফল লাভের জন্য। মানুষ মাত্রই সুখ পেতে চায়। তাই সুখ লাভ করতে হলে সুখ সূত্র বলে যদি কিছু থাকে তাহলে এই নিয়মকে সব মানুষ অনুসরণ করতে কিন্তু বাধ্য থাকবে। এই সূত্রটি ফলমূখী। কান্টের মতে ফলমুখী কোন নিয়মই সর্বজন আদৃত হতে পারেনা।

নৈতিক নিয়ম উপরের দুই প্রকার নিয়ম থেকে কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। কেননা, তা কোন ফল লাভের জন্য নিয়োজিত হয় না। নৈতিক নিয়ম এক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা যা সব মানুষকে ওই নিয়ম পালন করতে বাধ্য করে। কান্টের নিঃশর্ত নৈতিক নিয়মকে প্রকাশ করতে গিয়ে অধ্যাপক John Stuart Mackenzie (British Philosopher, 1860–1935) বলেছেন, যা আমাদের করা উচিত তা আমাদেরই করা উচিত। এই নৈতিক আদেশকে অমান্য করার মতো কোনো ব্যাপকতর নিয়ম থাকতে পারে না । এই সার্বভৌম নৈতিক নিয়মকে প্রকাশ করতে গিয়ে কান্ট বলেছেন, 'এমন কোন কর্ম নীতি অনুসারে কাজ করো যে নিয়মকে একটি সার্বজনীন নিয়ম রূপে তুমি কামনা করতে পারো '। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের দৃষ্টান্ত দিয়ে কান্ট তার এই সার্বিক নিঃশর্ত অনুজ্ঞা বাক্যটিকে বুঝিয়েছেন। তার মতে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নিয়মটি সার্বিক হোক এমন চিন্তা করা যায় না। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কোন একজন ব্যক্তি করতে পারে কিন্তু একজন মানুষ কখনই কামনা করতে পারে না এই যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নিয়মটি সার্বিক হয়ে যাক। কান্ট এই প্রসঙ্গে আরেকটি উদাহরণ দিয়েছেন তিনি বলেছেন নিজের প্রতি ভালোবাসা থেকে আমি এমন একটি নীতির আশ্রয় নিতে চাই যে, আমি আমার জীবন সংক্ষিপ্ত করে দেব। কেননা আমার জীবনে আনন্দের চেয়ে দুঃখ দুর্দশা বেশি । সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে এই নীতিটি সার্বিক নীতিতে পরিণত হোক এটা আমরা কি চাইতে পারি কখনো ? সেক্ষেত্রে আমার নিয়মটি জীবনের অস্তিত্ব রক্ষা করার প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে হয়ে যাবে। একইভাবে কেউ তার নিজের প্রতিভাকে নষ্ট করার নীতির আশ্রয় নিতে পারে না বা অপরের দুঃখ দুর্দশার প্রতি উদাসীন থাকার নীতির আশ্রয় নিতে পারে না। কেননা এই নীতি গুলি সার্বিক নিয়মের মর্যাদা পেতে পারে না।

কান্টের মতে নৈতিক আদেশ আমাদের ওপর নিঃশর্তভাবে আরোপিত হয়। এই আদেশকেই কান্ট শর্তহীন আদেশ বলেছেন কারণ আদেশের সাথে এখানে কোনো শর্ত যুক্ত থাকে না। শর্তহীন অনুজ্ঞার আকারটি হলো- 'তোমার এই কাজ করা উচিত' - এখানে উচিত শব্দটি নিরঙ্কুশভাবে আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতাকে বোঝায়। কোন লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বা অভীষ্ট সিদ্ধির প্রসঙ্গ এখানে নেই। যেখানে ঔচিত্যের প্রশ্নটি শর্তহীন সেখানে আমরা ইচ্ছার পরিবর্তে Reason বা বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হই। মানুষ যদি প্রকৃতই বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়, তাহলে নৈতিক আদেশ গুলি তার কাছে বাধ্যতামূলক হবে। তার কারণ নৈতিক আদেশ এমন নীতি থেকে প্রাপ্ত যে নীতি

প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন জীব পালন করতে বাধ্য - এই নীতিকেই কান্ট শর্তহীন অনুজ্ঞা বা Categorical Imperative বলেছেন। কান্ট তাঁর নৈতিক মতবাদ অদ্বৈতবাদী নীতি কর্তব্যের উপর প্রতিষ্ঠা করেছেন। তার মতে কোন কর্মকে উচিত কর্ম বলা যাবে যদি সেই কর্ম স্বতঃ মূল্যবান এক সার্বিক ও সার্বভৌম নৈতিক নিয়মকে অনুসরন করে। তিনি মনে করেন, চরম নৈতিক নিয়ম এক সার্বভৌম নিঃশর্ত অনুজ্ঞা। বিনাশর্তে মানুষকে নৈতিকতাসম্পন্ন রূপে বিবেচিত হতে হবে।

শর্তহীন অনুজ্ঞা এমন একটি আদেশ, যা যথোচিত কর্মের মানদন্ড নয়। বরং আমরা আমাদের বিভিন্ন কর্মে যে ব্যক্তিগত নীতিটি অনুসরণ করি, শর্তহীন অনুজ্ঞা তার গ্রহণযোগ্যতা বিচার করে। শর্তহীন অনুজ্ঞার মূল রূপটি জানার জন্য Maxim বা কর্মনীতির ধারণাটি জানা প্রয়োজন। যে নীতি অনুযায়ী মানুষ কোন কর্ম সম্পাদন করে তার নাম হল বাস্তব কর্মনীতি। এই জাতীয় কর্মনীতিকে কান্ট Personal Principle বা ব্যক্তিগত কর্মনীতিও বলেছেন।

কান্টের এই যে নৈতিক মতবাদ আমাদের নীতিবিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষ অভিনব। কান্ট মানুষের বিবেকের ও বুদ্ধির উপর যেমন গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক একইভাবে তিনি কিন্তু ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার দিকটিকেও অস্বীকার করেননি অর্থাৎ কান্ট তাঁর দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাতে বিচারবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি উভয়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর নৈতিক বক্তব্যের মধ্যেও আমরা এর প্রতিফলন বা উপস্থিতি লক্ষ্য করতে পারি। যদিও পরবর্তীকালে বহু দার্শনিক, বহু সমালোচক কান্টের যে নৈতিক বক্তব্য তার নানা রকম সমালোচনা বা নানা ত্রুটি বা দুর্বলতা প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু এই যে মানব বুদ্ধির বা মানুষের বিবেকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা এটা কান্টের নৈতিক বক্তব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং আজকের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই যে বিবেকের জাগরণ বা অন্তরের থেকে আদেশ পাওয়া, বিবেকের থেকে নির্দেশ পাওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা যায় ।

সুতরাং এ কথা বলা যায় - কান্টের নীতি দার্শনিক সিদ্ধান্ত এই যে, কর্মের পরিণামে শুভা শুভত্ব নৈতিকতার শর্ত নয়। যা কর্তব্য তাই নৈতিক। এই কর্তব্য নির্ধারণের জন্য কান্ট বুদ্ধির কাছে আবেদন করেছে যার নির্দেশ আত্মস্বার্থ পরিনাম বা উপযোগিতার প্রশ্নের উর্ধে। বুদ্ধির এই নির্দেশ একটি শর্তহীন অনুজ্ঞা। এই অনুজ্ঞায় শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ কে নৈতিক কর্মানুষ্ঠানের কারণ বলা হয়েছে।

কান্টের নৈতিক মতবাদ অনুসারে বলা যায় যে, মানুষের প্রকৃতি জীববৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির সমাহার। বুদ্ধিবৃত্তি মানুষকে পশু থেকে পৃথক করে তোলে। ইন্দ্রিয় বৃত্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে বিশুদ্ধ চিন্তার জীবন যাপনকে নৈতিক জীবনের আদর্শ বলায় কান্টের বিচারবাদকে কৃচ্ছতাবাদও বলা হয়। কৃচ্ছতার অর্থ সুখ বর্জন। কৃচ্ছতাবাদ অনুসারে সুখই কাম্য নয়; বরং সুখ বর্জনই কাম্য।
তার নৈতিক বিধি সর্বকালে সকলের কাছে পালনীয়। মানুষ বিচার করলে বুঝতে পারে যে এই নৈতিক বিধি নিত্য ও সর্বজনীন।

কান্ট তাঁর গ্রন্থে নৈতিকতার যথার্থ রূপ মেলে ধরেছেন। কান্টের মতে মানুষ যখন বিশুদ্ধ কর্তব্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে বুদ্ধির নিজস্ব অনুশাসন মেনে কাজ করে তখন সেই কাজকে নৈতিক বলে গণ্য করা হয়। তাঁর মতে, নৈতিকতার মৌলিক সূত্র একমাত্র বুদ্ধিতেই নিহিত আছে। তিনি বলেন যে, কর্মের নৈতিক বিচারের জন্য কর্তার অভিপ্রায় লক্ষ্য করতে হবে। যেখানে শুধু নৈতিক বিধির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আমরা তা পালন করি সেখানেই আমাদের কার্য নৈতিক বলে গণ্য হবে। কর্তব্য পালনের জন্য কর্তব্য পালনকেই কান্ট যথার্থ নৈতিকতা বলেছেন।

## সূত্র নির্দেশ (References)


- Dikshit Gupta, "Nitisastra": Published by Poschimbongo Rajya Pustok Parsod, Kolkata, 2007
- Immanuel Kant (edited by Mary Gregor), "Groundwork of the Metaphysic of Morals": Published by Cambridge University Press, 1998
- Rashbihari Das , "Kanter Darshan": Published by Poschimbongo Rajya Pustok Parsod, Kolkata ,1979
- Soma Mitra, "Nitibigyan": Published by Dorling Kindersley (India) Pvt. Ltd., Noida 201309, 2013